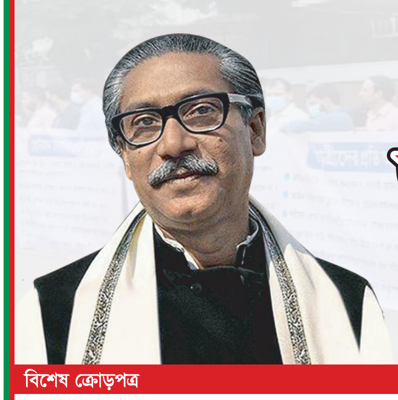

আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

২২ অক্টোবর, ২০২২

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ২২ অক্টোবর সারাদেশে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি' বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো এবং যুগোপযোগী পরিবহণ সেবা টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একটি দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সরকার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের পাশাপাশি আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনেরও কর্মপ্রয়াস চলমান আছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু এ লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম ও বাংলাদেশের প্রথম 'বঙ্গবন্ধু টানেল'এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। সহজ ও আরামদায়ক যোগাযোগ এবং সড়ক নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে মহাসড়কসমূহ পর্যায়ক্রমে চার বা চারের অধিক লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ডিভাইডার নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক সরলীকরণ, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ওভারপাস নির্মাণ, ট্রাফিক সাইন ও সিগন্যাল স্থাপন/পুন:স্থাপন, গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণসহ নানামুখী উদ্যোগ ও কার্যক্রমও অব্যাহত আছে।

দেশে সড়ক অবকাঠামোর অভূতপূর্ব উন্নতির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে মোটরযানের সংখ্যা, যাত্রী এবং যানবাহনের গতি। সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ি চালকদের প্রতিযোগিতা, বেপরোয়া ওভারটেকিং, অদক্ষতা, ওভারলোডিং, চালকের পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব, পথচারীদের ট্রাফিক আইন না মানা ও সামাজিক অসচেতনতাসহ বিভিন্ন কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে এবং জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবহন মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী নির্বিশেষে সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান জানা এবং তা মেনে চলার বিকল্প নেই। আমি আশা করি, সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে টেকসই করতে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক- এ কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ২২ অক্টোবর, জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ বারের মতো দিবসটি পালন করছে। বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ তারই ধারাবাহিকতা। এ দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি- যা সময়োপযোগি এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সড়ক ব্যবহারকারিদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে দেশের সক্ষমতা বিশ্বমাঝে পরিস্ফূট হয়েছে। দেশব্যাপী জাতীয় মহাসড়কসমূহ পর্যায়ক্রমে সার্ভিসলেনসহ ছয়লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি জাতীয় মহাসড়ক সার্ভিসলেনসহ ছয় লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে। উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল। এ বছরের শেষ নাগাদ চালু হতে যাচ্ছে উত্তরা হতে আগারগাঁও পর্যন্ত তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের মেট্রোরেল। সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি একের পর এক সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী নদীজনিত বিচ্ছিন্নতা জয় করে উন্নয়নের অবিরাম ধারাকে আরও গতিময় করে চলেছে শেখ হাসিনা সরকার।

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের জন্য এখনো দুর্ভাবনার বিষয়। সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক এখন আমাদের অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্যে শেখ হাসিনা সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে বহুল প্রতিক্ষিত সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটির বিধিমালাও প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এরই মাঝে জনবল বৃদ্ধিসহ বিআরটিএ'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং পরিবহণ সংশ্লিষ্ট অনলাইন সেবার পরিধি বাড়ানো হয়েছে। সেবাগ্রহিতাগণ ঘরে বসে এসএমএস এর মাধ্যমে পাচ্ছেন কাঙ্ক্ষিত সেবা। ড্রাইভিং লাইসেন্সের পুরাতন জট আর এখন নেই।

প্রতিটি মৃত্যুই বেদনার। আমরা সড়কে একটি মৃত্যুও চাই না। আর এজন্য সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও পরিবহণ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাকে সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক নির্মাণে প্রকৌশলগত দিক, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সড়ক ব্যবহারকারিদের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এরই মাঝে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্পট ঝুঁকিমুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য স্পট ঝুঁকিমুক্ত করার কাজও হাতে নেয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়ক মোহনাসমূহ চিহ্নিত করে প্রকৌশলগত সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থাপন করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সাইন-সিগনাল। নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণের আওতা বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানো হচ্ছে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ আমরা উৎসাহিত করছি। বিশেষ করে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ সড়ক ব্যবহারকারিদের মাঝে ট্রাফিক আইন বিষয়ে জানার আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে। আমাদের সকলের জানা রয়েছে, নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে অনেক অংশিজন। সরকার অংশিজনদের সাথে কার্যকর সমন্বয় তৈরির কাজটিকে গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তায় নেয়া হচ্ছে একটি আমব্রেলা প্রকল্প। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদি, চলমান কার্যক্রম এবং উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে আসুন, সড়ক ব্যবহারকারি সকলেই ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন হই, নিজে আইন মেনে চলি এবং অপরকে উৎসাহিত করি। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ সর্বোপরি অংশিজনদের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াসে গড়ে তুলি নিরাপদ সড়ক।

আমি নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২২ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

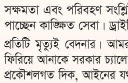

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি মহোদয়ের দিকনির্দেশনার আলোকে 'আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি' এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় বাস্তবায়নে ২৩ অক্টোবর, ২০২২ থেকে ২৯ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ঢাকা মহানগরসহ সকল জেলা, উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পণ্য ও যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে নিরলস কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মহাসড়কে অবৈধ, অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহনের বিরুদ্ধে বিআরটিএ ও জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে। সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে পরিবহণ মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। সকলের অংশগ্রহণে 'নিরাপদ সড়ক' সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে দুর্ঘটনা রোধে আমাদের কার্যকর ভূমিকা রাখা যেতে পারে। এতে সড়ক দুর্ঘটনায় মূল্যবান জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হ্রাস পাবে।

'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২২' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হোক- সকলের নিকট সে আবেদন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)

নিরাপদ সড়ক: একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাবনা

শেখ মোহাম্মদ মাহবুব-ই-রব্বানী
পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ

সড়ক পরিবহণ বাংলাদেশের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক ও দোরগোড়ায় মোটরযানের সহজ প্রাপ্তির কারণে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রী ও পণ্য দ্রুত পরিবহণে সেক্টরটি এ দেশের মানুষের প্রধানতম পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উন্নয়ন অভিযাত্রায় সড়ক পরিবহণ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এ পর্যন্ত ২২,৪৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য সেতু, নতুন সড়ক ও এক্সপ্রেওয়ে নির্মাণ, সার্ভিস রোডসহ ৪ ও ৬ লেনে মহাসড়ক নির্মাণ, সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ, উড়াল সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট, আন্ডারপাস, ওভারপাস নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক অবকাঠামো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। আধুনিক যুগোপযোগী পরিকল্পনায় সড়ক পরিবহণ সেক্টর নান্দনিক রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশের সড়কে ব্যক্তিগত যানবাহনের পাশাপাশি গণপরিবহণ হিসেবে শোভা পাচ্ছে অত্যাধুনিক বিশ্ববিখ্যাত বিলাসবহুল মডেলের গাড়ি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সড়ক পরিবহণ সেক্টরের ক্রমবর্ধমান উন্নতির সাথে সাথে সড়ক দুর্ঘটনা একটি বড়ো সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সড়ক ব্যবস্থাপনা উন্নত হওয়ায় সর্বক্ষেত্রে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সড়কে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা মহানগরেই প্রতিদিন যোগ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সর্বশেষ ২০২০ সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড হেলথ র‍্যাংকিং অনুসারে ১৮৩টি দেশের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হারে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮ তম (মৃত্যুহার এক লক্ষে ১৬.৭৪জন), ২০১৭ সালে ছিল ১০৩ তম (মৃত্যুহার এক লক্ষে ১৫.৮৫জন)। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে ২০২০ সালে নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান ও ভারতের অবস্থান যথাক্রমে ৭২, ৮২, ৮৫ ও ৯০ তম। বর্তমানে সড়ক নিরাপত্তায় বিশ্বের সবচেয়ে অনিরাপদ ৩টি দেশ অর্থাৎ র‍্যাংকিংয়ে ১, ২ ও ৩ নং অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ডোমিনিকান রিপাবলিক, জিম্বাবুয়ে ও মালাউই। অন্যদিকে সবচেয়ে নিরাপদ ৩টি দেশ অর্থাৎ র‍্যাংকিংয়ে ১৮৩, ১৮২ ও ১৮১ নং অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে এন্টিগুয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর। পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫১৩, ৪১৩৮, ৩৯১৮ এবং ৫০৮৪। করোনা অতিমারির কারণে ২০২০ সালের অধিকাংশ সময়ে মোটরযান চলাচল বন্ধ থাকায় সড়ক দুর্ঘটনা কিছু কম হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও পুলিশ বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের সড়ক নিরাপত্তা অবস্থার কিছুটা অবনতি হয়েছে। মহাসড়কসহ সর্বত্র বেপরোয়া ও দ্রুত গতির মোটরসাইকেল এবং অনিরাপদ ধীরগতির যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পাওয়া ও দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। বড়/ভারি গাড়ির সাথে এসব ছোটো/হালকা গাড়ির সংঘর্ষে ছোটো/হালকা গাড়ির অধিকাংশ যাত্রী নিহত/আহত হয়। বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মোটরসাইকেলের স্বল্পমূল্যের কারণে এর ব্যবহার পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। গঠনগতভাবে মোটরসাইকেল অপেক্ষাকৃত একটি অনিরাপদ বাহন। জরুরি প্রয়োজনে স্বল্পদূরত্বে গমনের জন্য মোটরসাইকেল ব্যবহারের উদ্দেশ্য থাকলেও বর্তমানে এসব যান মহাসড়ক ও দূরপাল্লায় চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মোটরসাইকেল সাধারণত যুবক বা উঠতি বয়সিরা বেশি ব্যবহার করে থাকে, যাদের মধ্যে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর প্রবণতা খুব বেশি। বন্ধুদের প্ররোচনা, কম বয়সের উচ্ছ্বাস, বেপরোয়া প্রতিযোগিতার মনোভাব, গতি বাড়ানোর প্রবণতা, মোটরসাইকেলের ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা না থাকা, মোটরসাইকেল চালনাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনা বেশি হয়। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা রোধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যক্তিগত সচেতনতা। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন এবং বিক্রির পূর্বে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিয়েছে।

সড়ক পরিবহণ সেক্টরের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি গণপরিবহণে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। গণপরিবহণে নারী যাত্রী বিভিন্নভাবে হয়রানি ও অশালীন আচরণের শিকার হচ্ছেন। একের পর এক অনৈতিক ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারীর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সকল সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাই সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে নারীর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনার জন্য এককভাবে কেউ দায়ী নয়। চালক কর্তৃক অননুমোদিত ওভারটেকিং করা, অতিরিক্ত গতি বা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন ইত্যাদি কারণে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। চালকের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল ও রোড মার্কিং যথাযথভাবে অনুসরণ বা না করে গাড়ি চালানো, পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নিয়ে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় একটানা গাড়ি চালানো, মানসিক অস্থিরতা, অতিরিক্ত চাপ ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গাড়ি চালানো, গাড়ি চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা ইত্যাদি। মোটরযান মালিকের সাথে সম্পর্কিত কারণসমূহের মধ্যে গাড়ি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করা, নিয়োগপত্র প্রদানের মাধ্যমে সঠিক লাইসেন্সধারী ড্রাইভার বেতন ভিত্তিক নিয়োগ না করা, শ্রমিকদের দ্বারা অধিক পরিশ্রম করানো অর্থাৎ শ্রমঘণ্টা অনুযায়ী চালক দিয়ে গাড়ি না চালানো এবং অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতার অধিক মালামাল পরিবহণে ড্রাইভারকে উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পথচারী রয়েছে। অসতর্ক ও অমনোযোগী হয়ে রাস্তায় চলাচল, তড়িঘড়ি করে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দৌড়ে রাস্তা পার হওয়া, রাস্তায় চলাচলরত অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা, ডানে/বামে তাকিয়ে নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিত না হয়ে রাস্তা পার হওয়া, ফুটপাথ ব্যবহার না করে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা, রাস্তা পারাপারে জেব্রাক্রসিং/ফুটওভারব্রিজ/আন্ডারপাস ব্যবহার না করা ইত্যাদি কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারীদের মৃত্যুহার বাড়ছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) স্বল্প জনবল নিয়ে গ্রাহক সেবাপ্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি সংযোজনের পাশাপাশি দুর্ঘটনা রোধে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদার ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনে অবৈধ, ত্রুটিপূর্ণ ও খেলাপি মোটরযানের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ও সড়ক পরিবহণ উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। ১১১টি সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিআরটিএ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নকল্পে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের সময় বাধ্যতামূলকভাবে চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের সময় চালকদের ডোপটেস্ট করা হচ্ছে। বিআরটিএ, হাইওয়ে পুলিশ, জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, জেলা পুলিশ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিদিন নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক, আহসানিয়া মিশন, নিরাপদ সড়ক চাই এর মতো বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ছাত্র/ছাত্রীদের নিরাপদ সড়ক সম্পর্কে বিষয়টি পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণপরিবহন মালিক সমিতি এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও গাড়িচালকদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহনের অবস্থান, গতি, ট্রাফিকের পরিমান, ভ্রমণ সময়, গাড়ি চালকের অবস্থান মনিটরিং করার জন্য Intelligent Transport System (ITS) স্থাপন করে দুর্ঘটনা হ্রাসের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আইন না মানা বা আইন প্রতিপালনে অবহেলার জন্য। এ কারণে এবারের জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি' নির্ধারণ শুধু সময়োপযোগী নয়, সার্বজনীন হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের দায় রয়েছে। কারো একার পক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়। এ কাজে সরকারি প্রচেষ্টার পাশপাশি বেসরকারি সংস্থা, পরিবহণ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। হতে হবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইন প্রতিপালনে তৎপর। সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, পরিবহণ মালিক, শ্রমিকদের পাশাপাশি সর্বসাধারণ এবং যাত্রীদের সমন্বয়ে নিরাপদ সড়ক বিষয়ে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সড়কে মৃত্যুর মিছিলের সারি পর্যায়ক্রমে ছোটো হয়ে আসবে। সড়কে আমার আপনার ও আমাদের পরিবারের এবং সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আসুন আমরা সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সুনাগরিক হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সড়ক ব্যবহারে আইন মেনে চলি, সকলে একসাথে আওয়াজ তুলি- আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সড়ক নিরাপত্তায় সচেতন নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বছর ৬ষ্ঠ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২২ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি' নির্ধারণ সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল সেতু পুনর্নির্মাণ করে চলাচলের উপযোগী করেন। পাশাপাশি তিনি প্রায় ৪৯০ কি.মি. নতুন সড়ক নির্মাণসহ বেশ কিছু নতুন সেতু নির্মাণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে জাপান সফরের সময় জাপান সরকারের নিকট যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রস্তাব করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর পাঁচ বছরে ১৫,১২৮ কি.মি. পাকা সড়ক নির্মাণ করি এবং মোট ৩৭,১৭১ কি.মি. রাস্তা হেরিংবোন বন্ডে রূপান্তরিত করি। তাছাড়া, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ৬,৫২৬ কি.মি. পাকা সড়ক ও ১০,৮৬৫ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করি। প্রায় ১৯ হাজার বৃহৎ, মাঝারি, ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করি। আমরা পাকশী, ধরলা, দোয়ারিকা, গাবখান, রূপসা, সুরমা (দ্বিতীয়) ও মেঘনা সেতুসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করি। সেই সঙ্গে পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই ও এর স্থান নির্ধারণ করি। সড়ক পথে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ট্রায়াঙ্গল প্রকল্প গ্রহণ করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সড়ক নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের সকল জাতীয় মহাসড়ক পর্যায়ক্রমে চার বা তদূর্ধ্ব লেন এ উন্নীতকরণ, মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লাইন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার, ওভারপাস-আন্ডারপাস নির্মাণসহ নতুন নতুন সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছে। গত প্রায় ১৪ বছরে আমরা ৪,৪০৪ টি সেতু, ১৫,০৮৪ টি কালভার্ট ও ২২,৪৩৩ কি.মি. মহাসড়ক নির্মাণ করেছি। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে বাঙালির আত্মমর্যাদা, গৌরব ও সক্ষমতার প্রতীক স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ করে গত ২৫ জুন চলাচলের জন্য খুলে দিয়েছি। কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে দেশের প্রথম ৩.৪ কি.মি. দীর্ঘ সড়ক সুড়ঙ্গ-পথ তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উন্নত বিশ্বের আদলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কি.মি. দীর্ঘ এমআরটি লাইন-৬ এর কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে, যার একাংশ আগামী ডিসেম্বর মাসে চালু হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি। সড়ককে নিরাপদ করতে ডিভাইডার স্থাপন, বাঁক সরলীকরণ, সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, মহাসড়কে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ ও গতি নিয়ন্ত্রক বসানোসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন, দক্ষ চালক তৈরি এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স গঠন করেছি। আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর এবং টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য।

আমি সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসার এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের সড়কগুলোকে নিরাপদ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা প্রার্থনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ বারের মতো "জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২২" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সড়ক নিরাপত্তাকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ধরনের দিবস পালন খুবই প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী মর্মে আমি মনে করি।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষ্যে আমি পরিবহণ মালিক, শ্রমিকসহ সড়ক পরিবহণ সেক্টরের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে সড়ক পরিবহণে বৃদ্ধি পাচ্ছে মোটরযানের সংখ্যা ও এর ব্যবহার। সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা আধুনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। রেল ও নৌ পরিবহণের তুলনায় সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক পরিবহণ সেক্টরের ক্রমবর্ধমান উন্নতির সাথে সাথে সড়ক দুর্ঘটনা একটি বড়ো সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, যা কাম্য হতে পারে না। আমাদের দেশে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় বহু মানুষ প্রাণ হারায়, আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে হাজার হাজার মানুষ।

কারো একার পক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়। এ কাজে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি পরিবহণ মালিক-শ্রমিক, যাত্রী, পথচারীসহ সকলকে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণ সচেতন হয়ে সড়ক নিরাপত্তাকল্পে একযোগে কাজ করলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। আসুন আমরা সকলে মিলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নকল্পে দুর্ঘটনামুক্ত সমাজ গড়তে দৃঢ় প্রত্যয়ে একসাথে কাজ করি।

আমি "জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২২" এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সেই সাথে এসব কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা

(অধ্যক্ষ রওশন আরা মান্নান এমপি)

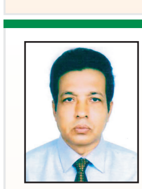

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বাণী

সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এ বছর দিবসটি ৬ষ্ঠ বারের মতো পালিত হচ্ছে। এবারে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি"। সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর পক্ষ থেকে এ সেক্টরের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২২' উদ্‌যাপনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বাস টার্মিনালে জনসচেতনতামূলক লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তোরণ নির্মাণ, সড়কদ্বীপ, ফ্লাইওভার সজ্জিতকরণ, ভিডিও প্রদর্শন, আলোচনা অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তামূলক ব্যাপক বিজ্ঞপ্তি প্রচার ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গ্রাহক সেবা শতভাগ ডিজিটালাইজ করতে নিয়মিতভাবে ডিজিটাল পদ্ধতি সংযোজনের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণের পাশাপাশি দুর্ঘটনা রোধে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদার ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও জেলা পর্যায়ে এনফোর্সমেন্ট জোরদার করতে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, হাইওয়ে ও জেলা পুলিশের সহায়তায় মোবাইলকোর্ট পরিচালনাসহ বিভিন্ন সড়ক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া রোড শো, শিক্ষার্থীদের সচেতনকল্পে পাঠ্যক্রমে নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে টিভি ফিলার নির্মাণ ও প্রচারের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ও সড়ক পরিবহণ উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে মনিটরিং করা হচ্ছে। ১১১ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নকল্পে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, পরিবহণ মালিক-শ্রমিক সংগঠন, পথচারীসহ সকলে দলমত নির্বেশেষে এগিয়ে আসলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আসুন মূল প্রতিপাদ্যের সাথে সুর মিলিয়ে বলি, আইন মেনে সড়কে চলি, দুর্ঘটনা এড়িয়ে নিরাপদ সড়ক গড়ি।

'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২২' এর সার্বিক সাফল্যের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। সেইসাথে দিবসের কর্মসূচিগুলোতে সকলের সক্রিয় ও আন্তরিক অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা

(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)

GLOSSYMEDIA/2022